আশরাফিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১।

আশরাফিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১।

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)
এর

ভবিষ্যদ্বাণী

॥ অনুবাদ ॥
মাওলানা গরীবুল্লাহ সাহেব

আশরাফিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মোঃ ইউসুফ
প্রোঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৭৩১৪৭৮৯

পঞ্চম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০০২ইং

সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মোঃ ইউসুফ

মূল্য ঃ ২৪.০০

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
আশরাফিয়া প্রেস
৪নং এ, সি, রায় রোড,
ঢাকা-১১০০

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)

জন্ম

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)-এর জন্মের সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য এতটুকু জানা গিয়াছে যে, তিনি সুলতান রাজু খান তুর্কমানের আমলেই জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত দিক দিয়া তিনি ছিলেন সৈয়দ। তাঁহার পিতার নাম ছিল বন্দেগী মীর সৈয়দ আতাউল্লাহ (রাহ্ঃ)। কাশ্মীরের অন্তর্গত নারনওয়াল শহরে হযরত শাহ্ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাই পরবর্তী কালে তিনি 'ওলীয়ে কাশ্মীর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দে তাঁহার পিতা বন্দেগী মীর আতাউল্লাহ (রাহ্ঃ) তৎকালীন বুযর্গ হযরত শাহ্ নেযামুদ্দীন নারনওয়ালের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ কিছু মিষ্টান্ন লইয়া দোয়ার জন্য হাযির হন। হযরত শাহ্ নেযামুদ্দীন (রাহ্ঃ) ফরমাইলেন–আমি খুশী কিংবা পেরেশানীর কোন বস্তু আহার করিনা। তবে আপনার সন্তানের

জন্মগ্রহণে আমি অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছি এবং এই আনন্দে অনিচ্ছাকৃতভাবে পূর্ণ এক থালা মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিলাম। আমি দোয়া করি–আল্লাহ্‌র নিকট আপনার এই সন্তানের মর্যাদা অধিক হউক।

শিক্ষা

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ মেহেরবানী ছিল; তাই তিনি স্তন্যপান শেষ হওয়ার পূর্বেই কথা বলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমনকি স্তন্যপান শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি রীতিমত কথা বলিতেন। তাঁহার পিতা বন্দেগী মীর সৈয়দ আতাউল্লাহ (রাহ্ঃ) নিজেও একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সন্তানের এই অস্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারায় অনুমান করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত নে'যামুদ্দীন নারনওয়ালের দোয়া কবুল করিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজেই স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত ওয়ালা সন্তানকে পবিত্র কোরআন শরীফ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যোগ্য সন্তান এমনই মেধাবী ছিলেন যে, চারি বৎসর চারিমাস বয়সে পূর্ণ কোরআন শরীফ পড়িয়া শেষ করেন। এরপর পিতার কাছেই ধর্মীয় প্রাথমিক কিতাবগুলি পড়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরেই হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) পিতৃহারা হইলেন।

নারনওয়াল ছিল তখন সুলতান রাজু খাঁর নতুন রাজধানী এবং তিনি নারনওয়ালেই বাস করিতেন। বন্দেগী মীর আতাউল্লাহ (রাহ্ঃ) ছিলেন রাজু খাঁর একজন বিশিষ্ট দরবারী। তাঁহার এন্তেকালের সংবাদ পাইয়া রাজু খাঁর স্ত্রী সেই এতীম বালক তথা শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ্‌র লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেন এবং নিজের ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনার সুব্যবস্থা করেন। ফলে তের বৎসর বয়সেই হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) হাদীস, তফসীর, ফেকাহ্ প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং তীরআন্দাজী তলোয়ারবাজী ও যাবতীয় যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন।

মনোভাব পরিবর্তন

দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ নামক রাজু খাঁর জনৈক পদস্থ অফিসার ছিলেন। জমিদারগণের নিকট হইতে কর উশুল করা এই অফিসারের দায়িত্ব ছিল। একদা হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) উক্ত অফিসারের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় জনৈক জমিদার তথায় আগমন করেন। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ উক্ত জমিদারকে কর আদায় করিয়া দিতে তাগিদ দিলেন পর জমিদার বলিল– আমার সঙ্গে একজন লোক পাঠাইয়া দিন, আমি তাহার মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিব। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বলিলেন; কিন্তু জমিদারের সঙ্গে গমন করিতে কেহই স্বীকৃতি দিলনা। ইহার একমাত্র কারণ–যাহা স্বয়ং দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ সাহেবও অবগত ছিলেন– জমিদারগণ বিশেষতঃ নিজেদের এলাকার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের সহিত অসদাচরণ করিত। এমনকি কোন কোন সময় মার-ধর করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) কর্মচারীবৃন্দের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, এই জমিদারের সহিত আমি যাইব। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ তাহাকে বাধা দিলেন এবং ইঙ্গিতে জমিদারগণের অসদাচরণের কথাও বলিয়া দিলেন। শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) এই কথা শ্রবণ করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন–পল্লী অঞ্চল আমি দেখি নাই। কর উসুলের নামে পল্লী অঞ্চল দেখিব এবং ইহাও দেখিব যে, সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি তাহারা কেন অসদাচরণ করে। যদি অন্যায় ভাবে আমার সাথেও সেই অসদ্ব্যবহার করে, তবে আমি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। এই বলিয়া তিনি অশ্বারোহণে জমিদারের সঙ্গে চলিলেন।

কিছুক্ষণ পর জমিদারের বাড়ী পৌঁছিলেন পর বলিলেন–শীঘ্রই টাকা আদায় করুন আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। জমিদার সাহেব কিন্তু হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার জন্য খাবারের আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে শাহ্ সাহেব অনুমান

করিলেন যে, এই জমিদার বেটা আমাকে খাবারের প্রলোভন দ্বারা জানিনা কি ষড়যন্ত্র করিতেছে; তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত সজোরে জমিদারের পৃষ্ঠে কয়েকটি বেত্রাঘাত করিলেন এবং বলিলেন-তোমার সেই ষড়যন্ত্র আমি টের পাইয়াছি। তোমার ঘরে আমি খাবার খাইব না। বেত্রাঘাত সত্ত্বেও জমিদার সাহেব অতিশয় নম্রস্বরে বলিল-আগে খাবার গ্রহণ করুন পরে টাকা দিব। কারণ, আপনি এখন আমার মেহমান আমার ঘরে আপনার পদার্পন-এই সৌভাগ্য আমার হয়ত আর হইবেই না। আপনি কি মনে করিয়া আমাকে বেত্রাঘাত করিলেন তাহা আমি জানিনা, তবে আপনি সুনিশ্চিত ভাবে জানিয়া রাখুন যে, খাবার গ্রহণ না করিয়া আমার ঘর হইতে আপনাকে আমি প্রত্যাবর্তন করিতে দিব না। অতএব মেহেরবানী করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন আর এই খাবার হাজির হইয়াছে-বিস্মিল্লাহ্, গ্রহণ করুন। এই বলিয়া জমিদার সাহেব তাহার হাত ধোওয়ালেন এবং হাসি মুখে পাখা করিতে লাগিলেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) নিজেই বলেন-"আমি খাওয়া আরম্ভ করিয়াছি বটে; আমার মনে জমিদারগণের সেই অসদাচরণের প্রবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনোভাব পরিবর্তন হইতে লাগিল যে, যেই ব্যক্তিকে আমি বেত্রাঘাত করিয়াছি সে আমাকে ইহা সত্ত্বেও এই পরিমাণ সম্মান করিতেছেন! যদি বেত্রাঘাত না করিতাম এবং তাহার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে সে হয়ত আরও অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত। তিনি আরও বলেন-"পরবর্তী কালে এই মনোভাব ভিন্ন দিকে মোড় নিল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রভু রাব্বুল আলামীনের সহিত আমরা কতই যে নাফরমানী করিতেছি। তা সত্ত্বেও তিনি আমাদিকে কত আরামে রাখিয়াছেন-অসংখ্য নেয়ামতরাশির ভিতর দিয়া আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন। যদি আমরা তাঁহার নাফরমানী না করি এবং তাঁহারই এবাদতে ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আমাদের মর্যাদা তাঁহার নিকট সীমাহীন হইবে। অতএব এই ক্ষণস্থায়ী

জগতের মোহে চিরস্থায়ী আখেরাতকে ভুলিয়া যাওয়া নির্বুদ্ধিতা এবং ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।"

খাবারান্তে জমিদার সাহেব খাজনার টাকা বুঝাইয়া দিলেন এবং হযরত শাহ্ সাহেবকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) টাকা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে; তাঁহার মনে সংসারের মোহ আর ছিল না। আল্লাহ্র নাফরমানীর বিরুদ্ধে তাঁহার মনে এক বিরাট বিপ্লব দেখা দিল। ইহারই ফলস্বরূপ তিনি সংসার ত্যাগের সংকল্প নিলেন।

সংসার ত্যাগ

কিছু কাল এই ভাবে নানাবিধ চিন্তা-ভাবনা করার পর হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) একদা একটি স্বর্ণমুদ্রা ও পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রা সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইলেন। অনাহারে অর্ধাহারে কাটাইয়া বহুদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ্যে পথ চলিয়া অবশেষে একদিন তিনি হায়দরাবাদে গিয়া উপনীত হন। সেখানে তিনি শেখ মোহাম্মদ (রাহ্ঃ) নামক জনৈক বুযর্গের খ্যাতি শুনিতে পাইলেন এবং তাহার হাতে বাইয়াত হন। হযরত শেখ মোহাম্মদ (রাহ্ঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন-দ্বীনি এলম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কি-না? এতদুত্তরে শাহ্ সাহেব বলিলেন-কিঞ্চিৎ পরিমাণ শিক্ষালাভ করিয়াছি। শেখ বলিলেন আল্লাহ্র বান্দা এমনও আছে, যে শিক্ষালাভ করে নাই অথচ খোদাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। হযরত শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) স্বীয় পীর শেখ মোহাম্মদ (রাহ্ঃ)-এর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শেখ তাঁহাকে আরও উচ্চশিক্ষা অর্জনের কথা বলিতেছেন। তাই তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের সংকল্প নিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে যে, হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ্ (রাহ্ঃ) মাত্র তের বৎসর বয়সেই হাদীস, তফসীর, ফেকাহ্ এবং যাবতীয় যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। এবার তিনি স্বীয় পীরের অনুমতিক্রমে বিদ্যাসাগর হযরত হাকীম জিব্রাইল দৌলতাবাদীর খেদমতে হাযির হন।

হাকীম সাহেব নবাগত শিষ্যের অনন্য সাধারণ যোগ্যতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অতি যত্ন সহকারে শাহ্ সাহেবের লেখাপড়ার প্রতি নেক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। ওস্তাদ যেমন ছিলেন অনন্য সাধারণ শাগরেদও ছিলেন তেমনি সুযোগ্য–তীব্র মেধাবী। ফল এই দাঁড়াইল যে, অতি অল্প সময়েই শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) সমুদয় বিদ্যায় সুদক্ষ এবং পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর হাকীম জিব্রাইল (রাহ্ঃ) স্বীয় কন্যার সহিত হযরত শাহ্ সাহেবের বিবাহ করাইয়া দেন। ইতিমধ্যেই দৌলতাবাদের সুবাদারের জনৈক মন্ত্রীর এন্তেকাল হইল পর হাকীম সাহেবের পরামর্শে হযরত শাহ্ সাহেবকেই সেই মন্ত্রীত্বের শূন্য আসন গ্রহণ করিতে বলা হইল। কিন্তু সাংসারিক কোন কাজেই তাঁহার মন লাগেনা; তাই তিনি দৌলতাবাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পীরের খেদমতে গিয়া পৌঁছিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা পীরের নিকট খুলিয়া বলার পর পীর হযরত শেখ মোহাম্মদ বলিলেন 'ফিরোজপুরে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হও।'

খেলাফত ও পীরের নসীহত

ফিরোজপুর পাঠাইবার সময় পীর তাঁহাকে খেলাফত দান করিলেন এবং বলিলেন–আল্লাহ্র বান্দাগণকে সর্বদা হেদায়েত করিবে এবং এই যে খোদা প্রদত্ত নেয়ামত পাইলেন (অর্থাৎ খেলাফত) ইহা লইয়া নিজেকে বড় মনে করিবেন না। কোন বুযর্গের দেখা পাইলে ফকীরীর ঝুলি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিবে এবং যাহা পাইবে হাসিল করিবে। সর্বোপরি নিজের নফসকে সর্বদা পরাভূত রাখিবে।

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) পীরের এই কয়েকটি কথায় সম্পূর্ণ আমল করার দৃঢ় সংকল্প নিয়া পীরের নিকট হইতে বিদায় নিলেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনাহারে অর্ধাহারে ষোলটি বৎসর এই ফিরোজপুরেই কাটাইলেন। এই সময়ে শাহ্ সাহেব (রাহ্ঃ) এত স্বল্প

পরিমাণ আহার করিতেন যে, শেষ পর্যন্ত নফস বলিতে তাঁহার কিছু ছিল কিনা বলা যায় না। সেই সময় হইতে তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী জনসমক্ষে আসে। দুই চারটি নয় বরং শত শত অলৌকিক ঘটনা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছিল। কোন কোন আবেগময় মুহূর্তে তিনি এমনই কথা বলিতেন যাহা কোন অলীআল্লাহ্ কাশ্‌ফের মাধ্যম ব্যতীত বলিতে পারে না। অবশ্য সেই সমুদয় কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক হইত।

তিনি স্বীয় জীবনে পদ্যে এবং গদ্যে অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। গদ্যাংশের রচনা বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া জানা যায় নাই। এমনকি তাঁহার কবিতাগুলিও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আর যে কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায় উহার সব কয়টিই বিভিন্ন সময়ে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত। তাহার রচিত গ্রন্থরাজির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল পবিত্র কোরআনের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ। এই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, পবিত্র কোরআন শরীফে যতগুলি অক্ষর আছে তাহার অনুবাদও ফার্সী ভাষায় ঠিক ততগুলিই অক্ষর বিশিষ্ট–একটি অক্ষরেরও বেশ-কম নাই।

অত্র পুস্তিকায় চারিটি কবিতার তরজমা প্রকাশ করা হইল। শেষের দুইটি কবিতা আসলে একটি কবিতারই দুইটি অংশ বলিয়া মনে হয়। যথাস্থানে উহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)-এর যে কয়টি কবিতা পাওয়া গিয়াছে, পাঠক সমীপে সেগুলি অনুবাদ সহকারে পেশ করা হইল। আশা করি কবিতায় উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সহিত বর্তমান যুগের সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য পাঠকবর্গ স্বয়ং উপলব্ধি করিবেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংঘটিতব্য কতকগুলি ঘটনা এবং দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পাঁচ শত আটষট্টি হিজরী সনে হযরত শাহ্ নে'য়ামতুল্লাহ্ সাহেব কাশ্মীরী (রাহ্ঃ) ফার্সী ভাষায় তিনটি কবিতার (কসিদার) মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তৈমুর লং-এর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাস দেখিলে মনে হয়–তিনি এই দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন উহা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে ।

প্রথম কবিতা

(আট শত তেইশ বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ পাঁচ শত সত্তর হিজরী সনের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী)

راست گویم بادشاهی درجهاں پیدا شود

نام او تیمور شاه صاحبقراں پیدا شود

আমি ঠিকই বলিতেছি যে, পৃথিবীতে তৈমুর নামক একজন প্রতাপশালী বাদশাহ জন্মগ্রহণ করিবেন।

بعد ازاں میراں شاه کشورستاں گردد پدید

والی صاحبقراں اندر جهاں پیدا شود

তৈমুরের পর অন্য একজন দিগ্বিজয়ী বাদশাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। অবশ্য এই দিগ্বিজয়ী বাদশার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

بعده گردد عمر بن شیخ مالك ایں زمیں

درمیاں عیش وعشرت بے گماں پیدا شود

এরপর ওমর ইবনে শায়খ নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন। কিন্তু তাঁহার শাসনামলে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইবে।

شاه بابر بعد ازاں در ملك کابل باد شاه

پس به دهلی والی هندوستاں پیدا شود

অতঃপর কাবুলের বাদশাহ বাবর ভারত আক্রমণ করিবেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবেন।

از سکندر چوں رسد نوبت به ابراهیم شاه

زیں یقیں داں فتنه درملك آں پیدا شود

সিকান্দার লুধী হইতে ইব্রাহীম লুধীর রাজত্বকাল পর্যন্ত অতিমাত্রায় কলহ-দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতে থাকিবে।

بعد نوبت برهما یوں می رسد از لا یزال

همدراں افغاں یکے از آسماں پیدا شود

এই ভাবে হুমায়ুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই কলহ ও বিবাদ চলিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় আফগানিস্তান অধিবাসী জনৈক বীরের আবির্ভাব হইবে।

حادثه رواورد سوئے همایوں بادشاه

آنکه نامش شیر شاه باشد همان پیدا شود

উক্ত আফগান বীর ও হুমায়ুনের মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধিবে এবং সেই আফগান বীরের নাম হইবে শের শাহ্।

چوں رود در ملك ایراں پیش اولاد رسول

تاکه قدر ومنـــزلش از قدرداں پیدا شود

شاه شاهاں مهربا نیها کند درحق او

تا وقارعزتش چوں خسرواں پیدا شود

উক্ত সংঘর্ষের কারণে হুমায়ুন বাদশাহ সৈয়দ বংশীয় ইরানের বাদশাহের নিকট যখন সাহায্যের জন্য যাইবেন, তখন ইরানের বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি সদয় হইয়া সৈন্য সাহায্য করিবেন—যেন হুমায়ুনের ন্যায় একজন বাদশাহর সম্মান রক্ষা হয়।

تا زماں آنکه او لشکر بیارد سوئے هند

شیر شاه فانـــی شود پسرش براں پیدا شود

হুমায়ুন যখন পুনরায় প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধের জন্য ভারতে আগমন করিবেন তখন শের শাহের মৃত্যু ঘটিবে।

پس ھما یوں بادشاہ درھند قابض می شود

بعد ازاں اکبرشہ کشور ستاں پیدا شود

ফলে হুমায়ুন বিনা রক্তপাতেই ভারত অধিকার করিবেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ী আকবর বাদশাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

بعد ازاں شاہ جہاں گیر است گیتی را پناہ

آنکہ آید درجہاں از آسماں پیدا شود

হুমায়ুনের পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন।

چوں کند عزم سفراں ھم سوئے دارالبقا

ثانی صاحبقراں شاہ جہاں پیدا شود

জাহাঙ্গীরের ইন্তেকালের পর তাঁহার পুত্র শাহজাহান সিংহাসনে বসিবেন।

بیشتر از قرن کمتر چھل شاھی کند

تاکہ پسرش خود بہ پیش آں زماں پیدا شود

তিনি ত্রিশ বৎসরেরও বেশী এবং চল্লিশ বৎসরের কিছু কম রাজত্ব করিবেন। এরপর তাঁহার পুত্র (আলমগীর) তাঁহারই জীবদ্দশায় রাজ্যভার নিজ হাতে গ্রহণ করিবেন।

ایں چنیں درچھل سالے باد شاھی اوکند

اوفنا گردد زعالم پسراں پیدا شود

আলমগীর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং তাঁহার পুত্রগণ রাজ্যের অধিকারী হইবেন।

اندریں قضا از آسماں آید پدید

آنکہ نام او معظم بے گماں پیدا شود

আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মোয়াজ্জম (বাহাদুর শাহ জাফর) সিংহাসন লাভ করিবেন।

فتنہا درملک آرد نیز بس گردد خراب

از عجائب ھا بود اب ونان پیدا شود

তখন দেশে খুব বেশী পরিমাণে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হইবে। এমনকি কেবল রুটি পানি পাওয়া গেলেই উহাকে মঙ্গল মনে করা হইবে।

درفخزخلق آید چوں چنیں گردد خراب

مشتری از آسماں آتش فشاں پیدا شود

খোদার সৃষ্ট জীব অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে এবং খোদায়ী গযব নাযিল হইবে।

راستی کمتر شود کذب ودغل گردد فزوں

دوست گردد دشمنی اندر میاں پیدا شود

সত্যতা কমিয়া যাইবে এবং মিথ্যা, ঠকামী ও প্রতারণা বর্ধিত হইবে। মিত্র শত্রু হইবে এবং বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা করিবে।

نادری آید ز ایراں می ستا ند ملک ھند

قتل دھلی پس بزور تیغ آں پیدا شود

নাদির শাহ তখন ইরান হইতে আগমন করিয়া ভারত অধিকার করিবেন এবং দিল্লীতে পাইকারীভাবে হত্যাকাণ্ড চালাইবেন।

بعد ازاں شاہ قوی زور است احمد باد شاد

او بہ ملک ھند آید حکم آں پیدا شود

অতঃপর আহমদ শাহ আবদালী নামক জনৈক প্রতাপশালী বাদশাহ ভারত অধিকার করিবেন।

چوں کند سوئے بقا عزم سفرآں باد شاہ

رخنه درخا ندا نش زاں میاں پیدا شود

আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হইবে।

شاہ بابر بادشاہ باشد پس ازوی چند روز

درمیان یك فقیر ازسا لکاں پیدا شود

বাবর বাদশাহর রাজত্বকালে একজন খোদাভক্ত ফকীরের আবির্ভাব হইবে।

نام او نا نك بود آرد جهاں باوی رجوع

گرم بازار فقیر بے کراں پیدا شود

সেই ফকীরের নাম হইবে 'গুরু নানক' এবং পীর মুরীদের বাজার সরগরম হইয়া উঠিবে।

درمیان ملك پنجابش شود شهرت تمام

قوم سکھا نش مرید وپیرواں پیدا شود

পাঞ্জাব হইবে সেই ফকীরের খ্যাতির কেন্দ্রস্থল এবং শিখ জাতিই হইবে গুরু নানকের শিষ্য।

قوم سکھاں چیرہ دستی ها کند بر مسلمین

تاچهل ایں جور و بدعت اندراں پیدا شود

শিখ জাতি মুসলমানগণের উপর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অমানুসিক অত্যাচার চালাইবে।

بعد ازاں گیرد نصارا ملك هند وستاں تمام

تا صدی حکمش میاں هند وستاں پیدا شود

অতঃপর ইংরেজ জাতি সমগ্র ভারত অধিকার করিয়া এক্কশত বৎসর পর্যন্ত এই দেশে রাজত্ব করিবে।

قاتل کفار خوا هد شد شه شیر علی

حامی دین محمد پا سباں پیدا شود

এই সময়ে কাফের বিধ্বংসী ইসলাম ধর্মের রক্ষক 'আলী' নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে।

درمیاں ایں وآں گردد بسی جنگ عظیم

قتل عالم بے شبه درجنگ شاں پیدا شود

দুইটি দলে ভীষণ যুদ্ধ হইবে এবং বিস্তর লোক মারা যাইবে।

غلبۂ اسلام باشد تا چهل در ملك هند

بعد ازاں دجال هم از اصفهاں پیدا شود

ভারতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইসলামের আধিপত্য থাকার পর ইস্পাহান হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে।

ازبرائے دفع آں دجال می گویم شنو

عیسی آید مهدی آخر زماں پیدا شود

শুন, সেই দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতরণ করিবেন। ঐ সময় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এরও আবির্ভাব হইবে।

پا نصد وهفتاد هجری بود چوں ایں گفته شد

در هزار وسه صد وهشتاد آں پیدا شود

এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচশত সত্তর হিজরী সনে করা হইতেছে এবং উক্ত বিপ্লব তেরশত আশি হিজরীতে আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয় কবিতা

(প্রথম কবিতা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পাঁচশত আটষট্টি হিজরী সনের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী)

পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য এখানে একটি দরকারী কথা বলিব। উহা এই যে, হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যাহা পাঁচশত আটষট্টি হিজরী সনে লিখিয়াছেন, উহার দুইটি কপি পাওয়া গিয়াছে। উভয়টিতেই মাঝে মাঝে কয়েকটি পংক্তির পার্থক্য রহিয়াছে। একই পংক্তি উভয় কপিতে বিদ্যমান আছে এমন পংক্তিও অনেক আছে। আমার মনে হয়; হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) একই সনে একই কবিতার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছেন এবং সংকলকগণ যে যেই অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাকেই পূর্ণ কবিতা মনে করিয়াছে-এইভাবে একটি কবিতারই দুইটি রূপ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে, উভয় কপিতে কবিতার প্রথম এবং শেষ একই পংক্তিতেই বিদ্যমান। মধ্যবর্তী পংক্তিগুলি যেহেতু বিভিন্ন সময়ে লেখা হইয়াছে এবং সংকলকবৃন্দও একাধিক ছিলেন এবং যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাকেই সম্পূর্ণ মনে করিয়াছেন, তাই উহাতে ব্যতিক্রম হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নহে। তাই এখানে দুইটি কপিতে প্রাপ্ত (আসলে একটি হইলেও) দুইটি কবিতা পৃথক পৃথক ভাবে বঙ্গানুবাদ সহ নকল করিব।

দ্বিতীয় কবিতার প্রথম কপি

پارینه قصه شویم از تازه هند گویم

افتاد قرن دویم که افتد از زما نه

পুরাতন কাহিনী বাদ দিয়া কেবল (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া) উপমহাদেশের দ্বিতীয় যুগের বিপদাপদের কথা বলিতেছি যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে।

در ملك هند و بنگال اولاد گورگانـــی

شاهی کنند اما شاهی چو ظالما نه

বঙ্গদেশ ও ভারতে গুরগানী (তৈমুরের বংশধরগণ) অত্যন্ত প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিবেন।

تا مدت سه صد سال در ملك هند و بنگال

کشمیر و شهر کوپال گیرند تا کرانه

তাঁহারা বঙ্গদেশ, ভারত, কাশ্মীর, কুপাল, কেরানা প্রভৃতিতে তিনশত বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিবেন।

تا هفت پشت ایشاں در ملك هند و ایران

آخر شو ند یك آن در کهف غائبا.نه

তাঁহারা ক্রমাগত সপ্তপুরুষ পর্যন্ত ভারত ও ইরানে রাজত্ব করার পর আসহাবে কাহ্ফের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে।

آں آخر زما نه آید ازیں زما نه

شه باز صدره بینی از دست رائیگا نه

অতঃপর এমন দিন আসিবে যখন তোমরা দেখিতে /পাইবে যে, মুসলমানের উন্নতি হ্রাস পাইতেছে।

رود اٹك سه باراں از خون اهل کفار

پر می شود به یك بار جریاں جاریانه

যুদ্ধের দরুণ তিনবার আটক নদী কাফেরদের রক্তে রঞ্জিত হইবে এমনকি একবার রক্তস্রোতও প্রবাহিত হইবে।

آن راجگان رنگی مخمور و مست بنگی

در ملک شان فرنگی آیند غائبا نه

সেই যুগের বিলাসপ্রিয় শাসকগণ মদ্যপায়ী ও গাজাখোর হইবে। ইংরেজগণ এই সুযোগে তাহাদের নিকট হইতে রাজত্ব ছিনাইয়া লইবে।

بینی تو عیسوی ها برتخت باد شاهی

گیرند مومناں را با حیله وبـــها نه

তখন তোমরা ইংরেজগণকে রাজত্বের সিংহাসনে দেখিবে এবং ইহাও দেখিবে যে, তাহাদের রাজনৈতিক চাল-চক্রে (বিশেষ ভাবে) মুসলমানগণ কোনঠাসা হইয়াছে।

صد سال حکم ایشاں در ملک هند می داں

آں دیدهٔ عزیزاں ایں نکته وبـــها نه

ভারতবর্ষে তাহাদের রাজত্ব একশত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। বন্ধুগণ! রাজনৈতিক সেই চাল-চক্রের কথা যেন স্মরণ থাকে। (ইংরেজগণ ১৮৪৯ খৃঃ লাহোর জয় করে ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত পূর্ণ ভারত শাসন করে)।

اسلام و اهل اسلام گردد غریب وحیراں

بلخ وبخارا توران در هند سند میا نه

বলখ, বোখারা, তুরস্ক, সিন্ধু ও ভারত প্রভৃতি দেশে ইসলাম ও মুসলমানগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িবে।

در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند

در علم فقه وتفسیر غا فل شود بیگا نه

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। ফেকাহ ও তফসীর প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশীলন হ্রাস পাইতে থাকিবে।

فسق وفجور هر سورائج شود به هر کو

مادر به دختر خود سازد بسے بــها نه

পাপাচার, ব্যাভিচার চারিদিকে ব্যাপক আকার ধারণ করিবে এমনকি মাতাও মেয়ের সহিত নানাবিধ প্রতারণায় লিপ্ত হইবে।

آں مفتیاں گمراه فتوٰی دهند بے جا

از حکم شرع سا زند بیروں بسے بــها نه

গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) মুফতিগণ অন্যায় ফতোয়া প্রদান করিবে এবং উহা ভুল ও শরীয়ত বহির্ভূত হইবে।

فاسق کند بزرگی بر قوم از ستر گی

بس خانه بزرگی سا زند بے نشا نه

ভন্ড এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সাধুবেশে জাতির নেতৃত্ব অধিকার করিবে। তাহাদের এই সাধুতা কেবল বাহিরেরই আবরণ হইবে।

در شهر کوه کشلاك نو شند خمر بے باك

هم بینگ چرس تریاق نو شند باغیا نه

জনসাধারণ বে-পরোয়াভাবে মদ্যপান, গাঁজা (মাদকদ্রব্য) ইত্যাদি সেবন করিবে।

احکام دین و اسلام چوں شمع گشته خا موش

عالم جهول گردد جاهل شود علا مه

দ্বীন ইসলামের বিধান ভুলিয়া যাইবে, আলেম যালেম হইবে এবং জাহেল বড় আলেম হইবে।

آں عالماں عالم گردند همچو ظالم

نا شسته روئے خود را بر سر نــهند عما مه

বিশ্বের আলেমগণ যালেমে পরিণত হইবে। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মাথায় পাগড়ী বাঁধিবে। (অর্থাৎ নিজের মতামতকে প্রাধান্য দানের জন্য প্রত্যেক আলেমই সচেষ্ট হইবে।)

زینت دهند خودرا با طره وبا جبه

گو ساله هائے سامر با شد درون جامه

বেশভূষায় আত্মগৌরব প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কপটতা থাকিবে।

کفار مو منان را ترغیب دیں نمایند

از حج چوں مانع آیند ازخوا ندن قرآ نه

মুসলমান হজ্জ ও কোরআন তেলাওয়াতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হইবে তখন কাফেরগণ তাহাদিগকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করিবে।

دو کس بنام احمد گمراه گنند بے حد

سا زند از دل خود تفسیر فی القرآنه

আহমদ নামে দুই ব্যক্তি কোরআন শরীফের মনগড়া তফসীর করিয়া মুসলিম জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করিবে। (সম্ভবতঃ এই দুই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট আহমদী সম্প্রদায়ের নেতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও পাকিস্তানের আহমদ পারভেজ হইবে।)

طاعون وقحط یکجا گردد به هند پیدا

بس هند یاں بیمرند هرجا ازیں بـــها نه

ভারতবর্ষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং বহু লোক এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে।

یك زلز له که آید چوں زلز له قیا مت

جا پان تباه گردد یك نصف تا لثانه

জাপানে এমন একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে যে, উহার এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ (মানুষ অথবা স্থান) ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

بعد آں شود چو جنگی با روسیاں و جاپان

جاپان فتح یابد بر ملك روسیا نه

এরপর জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবে।

هر دو چو شاه شطرنج بریك بساط بے سنج

مردے میاں جویند از بـــهر صلح نا مه

উভয়পক্ষ জুয়া খেলার চালের ন্যায় সন্ধি করিবার জন্য কোন বিচারকের সন্ধান করিবে।

سر حد جدا نما یند از جنگ باز آیند

صلح کنند اما صلح منا فقا نه

বিচারকের (তৃতীয় পক্ষের রায় মোতাবেক একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে এবং উভয়েই এই চুক্তিনামানুসারে নিজ নিজ সীমান্ত পৃথক করিবে। এইভাবে সন্ধি যদিও হইয়া যাইবে তথাপিও উহা প্রতারণা-মূলক হইবে।

بر کوه قاف مید ان روسی شود حکمران

خوارزم و خیوه یك آن گیرند تا کرانه

খওয়ারেজম, খীওয়া এবং হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা রাশিয়া নিজের অধিকারে আনিবে।

بر بحر خضر وگیلان قابل شو ند یك آن

هم چین وتخت ایران گیرند بسے زما نه

কাহারও মতে অত্র পংক্তির অর্থ এই যে, (কাস্পিয়ান সাগর, গীলান, চীন এবং ইরান পর্যন্ত সর্বত্র কমিউনিজমের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

از باد شاه اسلام عبد الحمید نا می

بعد از عزیز گردد سلطان خاص وعا مه

আবদুল হামিদ নামে একজন বাদশাহ হইবেন, যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইবেন।

براو نصاری اعدا هرسو غلو نمایند

پس ملك او بگیرند با حیله وبـــها نه

ইংরেজগণ শত্রুতাবশতঃ প্রতারণা দ্বারা আবদুল হামিদের রাজ্য কাড়িয়া লইবে।

بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس

از تخت باد شاهی گردد چوں ناگہا نه

আবদুল হামিদের পর পঞ্চম সুলতান অকস্মাৎ সিংহাসনচ্যুত হইবেন।

از شرق وغرب یکسر حاکم شوند کافر

چوں ایں شوذ برابر ایں حرف وایں بیا نه

جنگ عظیم سازند در دشت مرد میرند

بر قوم ترکما نه آیند غائبا نه

বিশ্বের পুর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্রই কাফেরদের শাসন চলিবে। তখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং বহু লোক প্রাণ হারাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের পরাজয় হইবে। (সম্ভবতঃ ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা হইবে।)

آخر حبیب الله صاحبقراں من الله

گیرند زنصرت الله شمشیر بے نیامه

অবশেষে আল্লাহ্র কোন অলী আল্লাহ্র সাহায্যে তরবারী ধারণ করিবেন। (অথবা হাবিবুল্লাহ নামক কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সাহায্যে তরবারী ধারণ করিবেন।)

گردد ز او مسلمان غالب چوں فضل رحمان

یعنی که قوم افغان باشند شاد مانه

আল্লাহ্র রহমতে মুসলমান জয়ী হইবে–অর্থাৎ আফগান জাতি অত্যন্ত খোশহাল হইবে।

وقتیکه جنگ جاپان با چین رفته باشد

نصرانیاں به پیکار آیند با همانه

চীন ও জাপানের মধ্যে যখন লড়াই চলিবে, তখন ইংরেজ জাতিও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।

قوم فرنسوی رابرهم نـــمود اول

با انگلش واطالی گیرند جنگ نامه

ইহারা প্রথমে ফ্রান্সের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে। অতঃপর ইটালী ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে।

ایں غزوه تابه شش سال با شد همه بد نیساں

از آب شور و نمکین تا دشت وحشیا نه

এই যুদ্ধ ছয় বৎসর পর্যন্ত চলিবে এবং ইহা জলে-স্থলে ছড়াইয়া পড়িবে। (সম্ভবতঃ ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা হইবে।)

نصر انیاں که باشند هند وستاں سپارند

تخم بدی بکا ر ند از فسق جا ودا نه

ইংরেজগণ ভারতবর্ষকে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিবে বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় স্থায়ী ষড়যন্ত্রের বীজ রাখিয়া যাইবে।

آن مرداں از طرف چوں مرد ها شنودند

یك بار جمع آیند بر باب عالیا نه

ইংরেজগণের ভারত ছাড়িয়া যাওয়ার সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক হইতে লোকেরা একজায়গায় সমবেত হইবে।

ناگاه مومناں را شورے پدید آید

با کافراں نـــمایند جنگی چو رستما نه

মুসলমানগণ হঠাৎ হট্টগোল শুনিতে পাইবে এবং কাফেরদের সাথে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবে।

در حین بیقراری هنگامه اضطراری

رحمی کند چو باری برحال مو منا نه

এই মুসীবতের সময় আল্লাহ্ পাক মুসলমানগণের উপর সদয় হইবেন।

پنجاب شهر لاهور هم ڈیره جات بنور

کشمیر ملك منصور گیرند غالبانه

পাঞ্জাব, লাহোর, পার্বত্যাঞ্চলের ডেরাসমূহ এবং কাশ্মীর প্রভৃতি এলাকা মুসলমানগণ নিজেদের অধিকারে নিয়া আসিবে।

چترال ننگ پربت با سین ملك گلگت

پس ملك ها ئے تبت گیرند غائبا نه

চিত্রল, গিলগিট এবং তিব্বতেও মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে।

حامد شود علمد ار در ملك ها ئے کفار

فی النار کشته کفار از لطف آں یگا نه

আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে হামেদ নামক এক ব্যক্তির হাতে ইসলামী পতাকা হইবে এবং তিনি কাফেরগণকে পরাজিত করিবেন।

اعراب نیز آیند از کوه دشت ما موں

سیلاب آتشین از هر طرف جاریا نه

আরবগণও এই যুদ্ধে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করিয়া কামানের গোলার ন্যায় চারিদিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

آخر بـــمو سم حج مهدی خروج سازد

آں شهرهٔ خروجش مشهور در جها نه

পরিশেষে এক হজ্জের মৌসুমে ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাঁহার আবির্ভাবের সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

از سال کنت کنـــزا باشد چنیں بیا نه

হে নে'য়মতুল্লাহ! সাবধান॥ আল্লাহ্‌র গোপন রহস্য আর প্রকাশ করিও না। এই কথাগুলি کنت کنـــزا এর সনে (অর্থাৎ ৫৬৮ হিজরী সনে) বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কপি

এই দ্বিতীয় কপির সারার্থ আমাদের এই দেশের জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হইবে এবং হয়ত ইহাতে পাঠকবর্গ খুবই চমৎকৃত হইবেন। প্রনিধান করুন ঃ-

پا رینه قصه شویم از تازه هند گویم

آفات قرن دویم افتاد از زمانه

পুরাতন কাহিনী বাদ দিয়া কেবল ভারতবর্ষে আসন্ন বিপদাপদের কথাগুলিই বলিতেছি যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা আসিতে থাকিবে।

صاحبقران بانـــی نیز آل گورگانـــی

شاهی کنند اما شاهی چون ظالما نه

দ্বিতীয় "সাহেব ক্বেরান" এবং গুরগান বংশীয় বাদশাহগণ এই দেশে রাজত্ব করিবে বটে, তাহারা যালেমদের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

عیش نشاط اکثر گیر جگه بخاطر

کم می کنند یکسران طرز ترکیا نه

তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইবে এবং তাঁহারা তুর্কী নিয়ম (অর্থাৎ ইসলামী নিয়ম) ছাড়িয়া দিবে।

رفته حکو مت ازشان آید بغیر مهمان

اغیارسکه رانند از فرب حاکما نه

রাজত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইবে এবং ভিন্ন জাতি (ইংরেজ) বহু প্রতারণা দ্বারা এই দেশের রাজত্বভার নিজ হাতে নিবে।

بعد آن شود چو جنگـــے با روسیان و جاپان

جاپان فتح یا بد بر ملك رو سیا نه

এরপর জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে এবং যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবে।

سر حد جدا نـــمایند از جنگ باز آیند

صلح کنند اما صلح منا فقا نه

যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষ (তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে) যুদ্ধ বিরতি মানিয়া নিবে। এবং নিজ নিজ সীমান্ত পৃথক করিয়া নিবে। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে বটে, উহা প্রতারণামূলক হইবে। (এখানে উল্লেখ থাকে যে, কোরিয়ায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পোর্ট অব আর্থার এবং ভিলা ডি-ভাষ্টিকে অবস্থিত রাশিয়ার নৌ-বহর ঘেরাও করে এবং রাশিয়ানদিগকে সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তাড়াইয়া দেয়। পরে ১৯০৫ সনে রাশিয়ার নৌ-বহরের অবশিষ্টাংশও অনুরূপভাবে দখল করে। ফলে ১৯০৮ সনে রাশিয়া বাধ্য হইয়া জাপানের সহিত সন্ধির চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে এবং সীমান্ত পৃথক করিয়া লয়।

طاعون وقحط یکجا گردد به هند پیدا

پس مو منان بـــمیرند هرجا از یں بـــها نه

ভারতবর্ষে মহামারী ও খাদ্যাভাব দেখা দিবে এবং অনেক মানুষ খাদ্যাভাবে এবং মহামারীতে মারা যাইবে।

يك زُلزله آید چون زلزلۂ قیامت

جاپان تباه گرد يك نصف ثا لثا نه

ক্বেয়ামতসম একটি ভূমিকম্প হইবে এবং ইহাতে জাপানের এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক তথা ষষ্ঠমাংশ ধ্বংস হইবে। (১৯৪৪ সনে জাপানের দুইটি প্রধান শহর টোকিও এবং ইয়োকুহামায় ক্বেয়ামতসম ভূমিকম্প হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অত্র পংক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।)

تاچار سال جنگے افتد به بر غربـــی

فاتح الف گردد برجیم فاسقا نه

চারি বৎসর পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধ চলিবে। এই যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইবে এবং জার্মানী পরাজিত হইবে। ইংরেজের জয়লাভ রাজনৈতিক চাল বা প্রতারণার মাধ্যমে হইবে।

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد

یك صد وسی ویك لك با شمار جا نه

ইহা বিশ্বযুদ্ধ হইবে এবং ইহাতে বিরাট হত্যাকান্ড হইবে। এই যুদ্ধে এক কোটি একত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইবে। (স্মরণ থাকে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর দিনের ১১টা ১১ মিনিটের সময় শেষ হইয়াছিল। বৃটিশের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও অধিক—প্রায় একত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে।)

اظهار صلح باشد چوں صلح پیش بندی

بل مستقل نباشد ایں صلح در میا نه

সন্ধি স্বরূপ চুক্তিনামায় একমত হইবে বটে, উভয়ের মধ্যে এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইবে না।

ظاهر خوش لیکن پنهاں کنند سا ما نه

جیم والف مکرر رود مبارزانه

উভয় পক্ষ বাহ্যতঃ নীরব থাকিবে, কিন্তু গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। ইংরেজ এবং জার্মানীর মধ্যে পূনরায় যুদ্ধ বাধিবে।

وقتیکه جنگ جاپان با چین فتاده باشد

نصرا نیاں به پیکار آیند با ہما نه

চীন এবং জাপান যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে তখন খৃষ্টানগণও পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

پس سال بست ویکم آغاز جنگ دویم

مهلك ترین اول باشد به جارحانه

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার একুশ বৎসর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে অনেক ভয়াবহ হইবে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইয়া ১৯৪৫ সালের ৯ই মে শেষ হইয়াছিল।)

امداد هندیاں هم از هند داده باشد

لاعلم ازیں که باشد آں جمله رائیگا نه

ভারতীয়গণ এই যুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহাদের এই সাহায্য পরবর্তীকালে যে বৃথা এবং অনর্থক হইবে, সেই কল্পনাও করে নাই।

آلات برق پیما اسلاح حشر برپا

ساز ند اهل حرفه مشهور آں زما نه

তখনকার যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এমন এমন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করিবে, যাহার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ধ্বংস করা যায়।

باشی اگر بـــمشرق شنوی کلام مغرب

آید سرود غیبـــی برطرز عرشیا نه

তখন যদি তুমি প্রাচ্যে বাস কর তবে পাশ্চাত্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইবে। গান-বাজনা দূর-দূরান্ত হইতে এমন ভাবে শুনিতে পাইবে, যেন আরশ হইতে অবতীর্ণ হইতেছে।

(রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন প্রভৃতি ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ)

دو الف و روسن هم چین ما نند شهد شیرین

هر الف وجیم اولی هم الف ثانیا نه

با برق تیغ رانند کوه غضب دوا نند

تا آنکه فتح یابد از کینه وبـــها نه

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং চীন একজোট হইবে আর ইটালী, জার্মানী এবং জাপানের উপর আক্রমণ চালাইবে। যতদিন তাহাদের উপর জয়লাভ করা না হইবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত হিংসা এবং প্রতারণার ভিতর দিয়া জয়লাভ করিবে।

این غزوه تا بشش سال ما ند بد هر پیدا

پس مرد مان بـــمیرند هرجا ازین بـــها نه

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবিরাম ছয় বৎসর চলিবে এবং পথে-ঘাটে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাইবে।

نصرانیان که با شند هند وستان سپارند

تخم بدی بکارند از فسق جا ودا نه

ইংরেজগণ ভারতবর্ষের রাজত্ব ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টগত ভণ্ডামীর বীজ এই দেশে রাখিয়া যাইবে।

تقسیم هند گردد در دو حصص هو یدا

آشوب ورنج پیدا از مقرواز بـــها نه

ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইবে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিবাদ বিসম্বাদ ও দুঃখজনক ঘটনাবলী ঘটিতে থাকিবে।

بے تاج باد شاهان شاهی کنند نادان

اجرا کنند فرمان فی الجمله مهملا نه

মুকুট বিহীন অযোগ্য বাদশাহগণ রাজত্ব করিবে। তাহারা অনেক আইন-কানুন জারি করিবে। কিন্তু সমস্তই অযোগ্য হইবে।

از رشوت وتسا هل دا نسته از تغا فل

تا ویل باب باشد احکام خسروا نه

ঘুষ এবং অলসতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী কাজকর্ম সময় মত হইবে না।

عالم زعلم نالان دانا ز فهم گریان

نادان برقص عریان مصروف والـــها نه

জ্ঞানীগণ নিজ নিজ জ্ঞানের উপর এবং বুদ্ধিজীবিগণ নিজ নিজ বুদ্ধির উপর অনুতাপ করিবেন (যে, হায়রে! কি করিলাম আর কি হইল)। কিন্তু অযোগ্যগণ উলঙ্গ নাচের নেশায় বিভোর হইবে।

ازامت محمد سر زد شو ند بے حد

افعال مجر ما نه اعمال عاصیا نه

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতগণের মধ্যে সীমাহীনভাবে অন্যায় কার্যকলাপ এবং পাপাচার রোজ রোজ বৃদ্ধি পাইবে।

شفقت به سرد مهری تعظیم در دلیری

تبدیل گشته باشد از فتنهٔ زما نه

যুগের ঔদাসীন্যের কারণে আদর এবং স্নেহ-নিষ্ঠুরতায়, আর তাযীম ও সম্মান বেআদবীতে পরিবর্তন হইবে।

همشیره بابرادر پسراں هم به مادر

پدراں هم بد ختر مجرم به عا شقا نه

বোনেরা ভাইগণের সহিত, মা ছেলের সহিত এবং পিতা কন্যার সহিত যৌন অপরাধ করিবে।

حلت رود سرا سر حرمت رود سرا سر

عصمت رود برابر از جبر مغو یا نه

হারাম-হালালের পার্থক্য মোটেই থাকিবে না এবং মহিলাদের অপহরণ করা হইবে, শালীনতা ও ইজ্জত লুণ্ঠন করা হইবে।

بے مهرگی سراید بے پردگی دراید

عفت فروش باطن معصوم ظا هر ا نه

বেপর্দা এবং উলঙ্গপনা সাধারণ ব্যাপার হইবে, মহিলাগণ বাহ্যতঃ বেশ সতীত্ব প্রদর্শন করিবে কিন্তু গোপনে দেহ ব্যবসা করিবে।

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند

مرداں سفله طینت باوضع زا هد انه

অত্যন্ত হীন লোক বাহ্যতঃ বুযর্গ হইবে কিন্তু গোপনে সামান্য পয়সার বিনিময়ে মেয়ে বিক্রির ন্যায় ঘৃণ্য পেশা করিবে।

شوق نـــماز و روزه حج و زکوة و فطره

کم گردد وبراید یك بار خاطر انه

রোযা, নামায, হজ্জ, যাকাত, ফিৎরা প্রভৃতি হইতে উৎসাহ কমিয়া যাইবে এবং এইগুলি মুসলমানদের মধ্যে এক একটি বোঝা হইয়া থাকিবে।

خون جگر بنوشم بارنج باتو گویم

لله ترك گرداں ایں طرز را هبا نه

কলিজার রক্ত খাইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমাকে নসীহত করিতেছি যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে সেই ইংরেজী বেশ-ভূষা এবং চালচলন পরিত্যাগ কর।

قهر عظیم آید بـــهر سزا که شاید

اجرا خدا بسازد یك حکم قاتلا نه

আল্লাহ্র ভয়াবহ কহর আসিবে যাহা এই জাতীয় অপরাধের শাস্তি হিসাবে খুবই ন্যায় হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কতলের হুকুম দিবেন।

مسلم شو ند کشتاں افتاں شوند وخیزاں

از دست نیزه بنداں یك قوم هندوا نه

সশস্ত্র হিন্দুদের হাতে মুসলমান মারা যাইবে, পালাইবে এবং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ارزاں شود برابر جائداد وجان مسلم

خون می شود روا نه چوں بحر بے کرا نه

মুসলমানদের স্থায়ী সম্পত্তি এবং প্রাণ দুইটিই মূল্যহীন-সস্তা হইবে এবং তাহাদের রক্ত সমুদ্রের ন্যায় বহিবে।

از قلب پنج آبی خارج شو ند ناری

قبضه کنند مسلم بر ملك غا صبا نه

পাঞ্জাবের মধ্যস্থল হইতে দোযখী বাহির হইয়া যাইবে এবং তাহাদের বিষয় সম্পত্তি মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লইবে।

بر عکس ایں برآید در شہر مسلمانان

قبضہ کنند ہندو بر شہر جابرا نہ

ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা মুসলমানদের শহরে ঘটিবে। অর্থাৎ হিন্দুগণ মুসলমানদের শহর জবর দখল করিবে।

شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل

صد کر بلا چو کر بل باشد بجا نہ خانہ

মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় শহর বধ্যভূমিতে পরিণত হইবে। প্রত্যেক ঘরেই কারবালা হইবে।

رہبر ز مسلمانان در پردہ یار ا نان

اضداد دادہ باشد از عہد فاجرا نہ

তখন মুসলমানদের নেতা এমন হইবেন, যিনি গোপনে মুসলমানদের শত্রুর বন্ধু হইবেন এবং প্রতারণামূলক চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদিগকে সাহায্য দান করা হইবে।

ایں قصہ بین العید ین ازش ونون شرطین

سازد ہنود بدرا معتوب فی زما نہ

উক্ত ঘটনা দুই ঈদের (অর্থাৎ রোযার এবং কোরবানী ঈদের) মধ্যবর্তী সময়ে ঘটিবে .... এবং বিশ্ববাসী হিন্দুদিগকে তিরস্কার করিবে।

ماہ محرم آید با تیغ وبا مسلمان

ساز ند مسلم آں دم اقدام جارحا نہ

এরপর এক মহর্‌রম মাসে মুসলমানদের হাতে তলোয়ার (অস্ত্র) আসিবে। তখন মুসলমানগণ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে।

بعد آں شود چوں شورشی در مـــلک ہند پیدا

عثمان نـــما ید آندم اك عزم غاز یا نہ

সারা ভারতে তখন গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবে এবং ওসমান নামক এক ব্যক্তি তখন জেহাদের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন।

نیز آں حبیب اللہ صاحبقران من اللہ

گیرد زنصرۃ اللہ شمشیر از میا نہ

সঙ্গেই হাবীবুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নেকবখ্ত হইবেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তলোয়ার হাতে নিয়া অগ্রসর হইবেন। (হাবীবুল্লাহ যদি সেই ব্যক্তির নাম না হয়, তবে অর্থ হইবে এই যে, এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু হইবেন। আর আল্লাহ্‌র বন্ধু যদি উল্লেখিত ওসমানও হন, তবে বিচিত্র নহে। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, যে ব্যক্তি মায়ের পেটে গর্ভধারণ করার সময় বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মোশ্‌তরী এবং যোহরা নক্ষত্র একত্রিত হয় এবং উভয়নক্ষত্র একই কক্ষ পথে থাকে, সেই ব্যক্তিকে পরিভাষায় 'সাহেবে কেরান' বলা হয় এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাদশাহ্ হয় এবং তাঁহার বাদশাহী দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু সেই উভয় নক্ষত্র একত্রিত হইতে কোন কোন সময় শতাব্দীকালও বিলম্ব হয়। তৈমুর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সাহেবে কেরান ছিলেন।

از غاز یاں سرحد لرزد زمیں چو مر قد

بـــہر حصول مقصد آیند والـــہا نہ

সীমান্তের মোজাহেদগণের দ্বারা ভূমি কম্পিত হইবে। তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (হিন্দুস্তানে) ঢুকিয়া পড়িবে।

غلبہ کنند ہمچوں مور وصلخ شبا شب

حقا کہ قوم افغاں باشند فاتحانہ

পীপিলিকার ন্যায় তাহারা রাতারাতি (প্রথম পদক্ষেপেই) জয়লাভ করিবে এবং ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, আফগান জাতি জয়লাভ করিবেই।

یکجا شوند افغاں هم دکنیاں و ایران

فتح کنند ایناں کل هند غازیانه

আফগানী, দক্ষিণী এবং ইরানী সম্মিলিতভাবে গোটা ভারত জয় করিবে।

کشته شوند جمله بد خواه دین وایـــماں

خالق نماید اکرام از لطف خالقا نه

ইসলামের শত্রুরা সমস্তই মারা যাইবে এবং আল্লাহ্ পাক স্বীয় রহমত নাযিল করিবেন।

ازگ شش حروفی بقال کینه پرور

مسلم شود بـــخا طراز لطف آں یگا نه

একজন ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু যাহার নামের আদি অক্ষর গাফ (গ) (ফার্সী ভাষায়) হইবে এবং তাহার নাম ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হইবে, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সে আন্তরিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিবে।

خوش می شود مسلماں از لطف وفضل یزداں

کل هند پاك گردد از رسم هند وا نه

আল্লাহ্র ফজলে মুসলিম জাতি আনন্দিত হইবে এবং গোটা ভারত হিন্দুদের রীতি-নীতি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইবে।

چوں هند هم به مغرب قسمت خراب گردد

تـــجد ید یاب گردد جنگ سه نو بتا نه

ভারতের ন্যায় ইউরোপের ভাগ্য বিড়ম্বিত হইবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে।

کاهد الف جهاں کے نقطهٔ ز ونـــما ند

الا کے نام ویادش باشد مورخا نه

এই যুদ্ধে ইংরেজগণ এমনভাবে ধ্বংস হইবে যে, দুনিয়ার বুকে ইতিহাসের পাতায় ব্যতীত অন্য কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

تعزیر غیب یابد مجرم خطاب گیرد

دیگر نه سرفرازد بر طرز را هبانه

গাইব (অদৃশ্য স্থান) হইতে তাহারা শাস্তি পাইবে, অপরাধী বলিয়া অভিহিত হইবে এবং খৃষ্টান বলিয়া পুনরায় কখনও মাথাচাড়া দিবে না।

دنیا خراب کرده باشند بے ایـــماناں

گیرند منـــزل آخر فی النار دوزخا نه

এই বেঈমানগণ গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করিবে। অবশেষে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পৌছিবে। (উপরোক্ত কয়েকটি পংক্তির কারণে লর্ড কার্জনের আমলে এই পুস্তিকা বা ভবিষ্যদ্বাণী ছাপানো নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।)

را زیکه گفته ام من دریکه سفته ام من

باشد برائے نصرت استاد غائبا نه

যেই সমস্ত গোপনীয় বিষয় আমি প্রকাশ করিলাম উহা গাইবী সাহায্যের জন্য গাইবী ওস্তাদের কাজ দিবে।

عجلت اگر بخوا هی نصرت اگر بخواهی

کن پیروی خدا را احکام قد سیا نه

যদি জয়লাভ করিতে চাও এবং অবিলম্বেই চাও, তবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চল।

چوں سال بـــهتری از کان زهو قا آید

مهدی خروج سازد در مهد یا نه

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

در سال کنت کنـــزا با شد چنیں بیا نه

যখন كنت كنـــزا এর বৎসর আসিবে (অর্থাৎ ৮১৫ বৎসর) তখন ইমাম মাহ্দী (রাহ্ঃ) জন্মগ্রহণ করিবেন। সাবধান নে'য়মতুল্লাহ ! নীরব হও, আল্লাহ্র গোপন তথ্য আর প্রকাশ করিও না। অবশ্য যাহা বলা হইয়াছে উহা كنت كنـــــزا এর বৎসর (অর্থাৎ ৫৮৮ হিঃ সনে) বলা হইয়াছে। (এখানে প্রথমে যেই সংখ্যা (৮১৫) উল্লেখ করা হইয়াছে, আমার মনে হয় উহাকে পূরবর্তী সংখ্যার অর্থাৎ ৫৬৮ এর সহিত যোগ করিতে হইবে। অন্যথায় কোন অর্থই বোধগম্য হইবে না)।

তৃতীয় কবিতা

এই কবিতায় হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) বলিতেছেন।

قدرت کردگا رمی بینم

حالت روزگارمی بینم

আমি আল্লাহ্র লীলাখেলা ও যুগের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছি।

از نجوم ایں سخن نمی گویم

بلکه از کرد گارمی بینم

কথাগুলি জ্যোতিষীর গণণা দ্বারা নয়, বরং আল্লাহ্র প্রদত্ত অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলিতেছি।

دو خراساں ومصر وشام وعراق

فتنهٔ کار زارمی بینم

শুন খোরাসান, মিসর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে দুর্যোগ আসন্ন।

همه را بس حال می شود دیگر

گر یکے در هزارمی بینم

প্রতি হাজারে মাত্র একজনের অবস্থা ভাল, বাকী সকলের অবস্থা খারাপ দেখিতেছি।

قصهٔ بس غریب می شنود

غصهٔ دردیارمی بینم

অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, নগরে শহরে তথা চতুর্দিকে কলহ বিবাদ দেখিতেছি।

غارت وقتل لشکر بسیار

از یـــمین ویسار می بینم

ডানে বামে অসংখ্য সৈন্য ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত তাহাদিগকে লুটতরাজ করিতে দেখিতেছি।

بس فروما یگان بے حاصل

عالـــم وخود کارمی بینم

বহু অসভ্য লোককে আলেম হইতে দেখিতেছি।

مذهب دین ضعیف می یابـــم

مبدع افتخارمی بینم

ধার্মিকগণকে দুর্বল দেখিতেছি। পক্ষান্তরে বেদআতীগণকে অহঙ্কারী দেখিতেছি।

دوستان عزیز ہر قومے

گشتۂ غمخوار و خوارمی بینم

প্রত্যেক জাতির নেতা ও বন্ধু ব্যক্তিদিগকে বিমর্ষ ও অপমানিত দেখিতেছি।

منصب وعزل وتنگچی عمال

ہریکے را دو بارمی بینم

অহরহ কর্মচারীদের উত্থান পতন দেখিতেছি।

ترك و تاجيك رابا هم ديگر

خصمے وگیر دارمی بینم

তুর্কী ও তাজিক জাতিকে পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত দেখিতেছি।

مکر وتزویر وحیله در ہرجا

از صغار وکبارمی بینم

বড় ছোট সকলকেই সর্বত্র প্রতারণা ও ধোকাবাজীতে লিপ্ত দেখিতেছি।

بقعۂ خیر سخت گشت خراب

جائے شمع شرارمی بینم

দুর্বৃত্ত দূরাচারী লোকদের সমাবেশের ফলে ভাল অঞ্চলগুলিও অধঃপতিত হইতে চলিয়াছে।

اندکے امن گر بود امروز

درحد کوهسار می بینم

এমতাবস্থায় কোথাও শান্তি বিরাজ করিলে তাহা পর্বত এলাকাতেই সামান্য অবলোকন করিতেছি।

گرچه می بینم این همه غم نیست

شادی غمگسارمی بینم

দূরাবস্থা যাহা কিছু দেখিতেছি, সে জন্য দুঃখ করিনা, এই দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য শান্তি ও সুখের আগমন দেখিতেছি।

بعد ازاں سال چند سال دگر

عالَـــم را چوں نگار می بینم

ইহার কয়েক বৎসর পর পৃথিবীকে একটি আংটির পাথরের ন্যায় দেখিতেছি।

بادشاهی مشام دانا ئی

سرور باوقارمی بینم

একজন প্রতাপশালী বিচক্ষণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহর আগমন দেখিতেছি।

حکم امسال صورت دیگر مست

نه چوں بیداد وار می بینم

তাঁহার আমলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। পূর্বেকার অত্যাচারী শাসনের সহিত তাঁহার শাসনের অসাদৃশ্য দেখিতেছি।

غین ورر سال چوں گزشت از سال

بوالعجب کارو بار می بینم

দ্বাদশ শতাব্দীর পর বিস্ময়কর ঘটনাবলী অবলোকন করিতেছি।

گو در آیئنۂ ضمیر جهاں گردد

گرد و رنگ وغبارمی بینم

অন্তরের আয়নাকে ধূলা ময়লাযুক্ত দেখিতেছি।

ظلمت ظلم ظالماں دیار

بے حدوبے شمارمی بینم

পৃথিবীকে অত্যাচারীদের জুলুম নির্যাতনে অন্ধকারময় দেখিতেছি।

جنگ آشوب وفتنه وبیداد

در میان کفا رمی بینم

বিধর্মী ও কাফেরদের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার অবিচার দেখিতেছি।

بندهٔ خواجه واش همی بینم

خوا جه را بنده وار می بینم

সে সময়ে গোলামকে মুনিব এবং মুনিবকে গোলাম হইবে দেখিতেছি।

سکهٔ نوز ننلد بررخ زر

در همش کم عیارمی بینم

নূতন রকমের নূতন ধরনের মুদ্রার প্রচলন হইবে দেখিতেছি, যেগুলি প্রায়ই অকৃত্রিম হইবে।

هریك از حاکماں هفت اقلیم

دیگر را دوچار می بینم

ঐ সময় এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পৃথিবীর বড় বড় নৃপতিগণকে অংশগ্রহণ করিবে দেখিতেছি।

ماه را رو سیاه می بینم – مهررا دلغگا ر می بینم

চাঁদ সূর্যকে মলিন দেখিতেছি। অর্থাৎ কলহ বিবাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহে পৃথিবীর অবস্থা করুণ দেখিতেছি।

تا جراں از دور دشت بے همراه

ماند در رهگذار می بینم

ব্যবসায়ীগণকে দূর-দূরান্ত হইতে সংগৃহীত মালপত্র সহ রাস্তায় পড়িয়া থাকিবে দেখিতেছি।

حال هند خراب می بینم

جور ترك وتاتار می بینم

হিন্দুস্থানের অবস্থাও শোচনীয় হইবে দেখিতেছি। তুর্কী ও তাতারদের অত্যাচার এবং লুটতরাজ দেখিতেছি।

بعض اشجار بوستان جهاں

بے بـــهار وثـــما ر می بینم

বিশ্ববাগানের গাছ-গাছালি ও ফুল ফলগুলিকে ফুলহীন ও বসন্তহীন দেখিতেছি।

همد لی وقناعت وکنجے

حالیا اختیار می بینم

এই অবস্থায় ধৈর্যধারণ করিয়া নির্জনে একাকী সরিয়া থাকাতেই নিরাপদ দেখিতেছি।

غم مخور زانکه من دریں تشویش

خرمی وصال یارمی بینم

প্রিয় পাঠকবর্গ! দুঃখ করিবেন না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পর একজন বন্ধুর শুভাগমন দেখিতেছি।

چون زمستان چمن بگزشت

شمس را خوش بـــهار می بینم

যখন শীতকালীন পুষ্পবিহীন অবস্থার অবসান ঘটিবে, তখন সূর্যকে নব বসন্তে উদয় হইবে দেখিতেছি।

دور او چون شود تمام بکام

پسرش یادگار می بینم

ঐ ব্যক্তির শাসন কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার পুত্রকে তাঁহার স্থলা-ভিষিক্ত হইবে দেখিতেছি।

بند گان جناب حضرت او

سر بسر تا جدار می بینم

তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিগণকে মুকুট ধারণ করিবে দেখিতেছি।

بادشاه تمام هفت اقلیم

شاه عالی تبار می بینم

পৃথিবীর মহা প্রতাপশালী রাজন্যবর্গকে বিশেষ জাকজমকপূর্ণ ও উন্নত হইবে দেখিতেছি।

صورت وسیرتش چو پیغمبر

علم وحلمش شعار می بینم

তাঁহার চালচলন, স্বভাবচরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সবকিছু নবীগণের অনুরূপ দেখিতেছি।

ید بیضا که بااو تا بنده

بازیا ذوالفقار می بینم

তাঁহার শুভ্র উজ্জল হস্তে তরবারী ধারণ করিবে দেখিতেছি।

گلشن شرع راهمی بویم

گل دیں را بـــهارمی بینم

শরীয়তের গুলবাগিচায় বসন্তের আগমন এবং ইসলামের ফুল ফুটিতে ও সেই ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া পড়িবে দেখিতেছি।

تا چهل سال ای برادر من

دور آں شهسوار می بینم

তাঁহার এই শান্তিময় শাসনকাল চল্লিশ বৎসরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইবে দেখিতেছি।

عا صیاں آں امام معصوم

خجل وشرمسار می بینم

এই নিষ্পাপ ইমাম সাহেবের প্রতিপক্ষ দলকে লজ্জিত দেখিতেছি।

غازی دوستدار دشمن

همدم ویار غار می بینم

তিনি গাজী মিত্র শত্রুবিনাশকারী এবং বন্ধুপ্রিয় হইবেন।

زینت شرع ورونق اسلام

محکم واستوارمی بینم

তিনি শরীয়তের সৌন্দর্য-রূপ বৃদ্ধি এবং ইসলামের ভিত্তি সূদৃঢ় ও উজ্জ্বল করিবেন দেখিতেছি।

گنج کسری ونقد اسکندر

هـــمه برروئـــے کار می بینم

পারস্য সম্রাটের রাজভাণ্ডার এবং সেকান্দরের সঞ্চিত মূলধনকে তিনি কাজে লাগাইবেন দেখিতেছি।

بعدا زاں خود امام خواهد بود

پس جهاں را مدار می بینم

এমনিভাবে সেই ইমাম সাহেবের পৃথিবীতে আগমন ঘটিবে দেখিতেছি।

م—ح—م د می خوا نم —نام آن نا مدارمی بینم

তাঁহার নাম মীম, হে, মীম, দাল (মোহাম্মদ) হইবে দেখিতেছি।

دین و دنیا ازو شود معمور

خلق ذو بختیار می بینم

তাঁহার আগমনে দ্বীন-দুনিয়া আবাদ হইবে এবং মানুষ সুখী ভাগ্যবান হইবে দেখিতেছি।

مهدی وقت وعیسی دوران

هر دورا شهسوار می بینم

ইমাম মাহদী (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়কে বীর পুরুষ দেখিতেছি।

ایں جهاں را چو مصر می نگرم

اورا حصار می بینم

তিনি সমগ্র জগৎকে শহরের ন্যায় সুন্দর মনোরম ভাবে গড়িয়া তুলিবেন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁহাকে সুদৃঢ় কেল্লার ন্যায় দেখিতেছি।

هفت باشد وزیر سلطا نم

همه را کامگار می بینم

তাঁহার অধীনে সাতজন প্রভাবশালী উজীরকে দেখিতেছি।

بر کف دست ساقی وحدت

بادهٔ خو شگوا ر می بینم

তাঁহাদের হাতে তওহীদের সূরার পাত্র দেখিতেছি। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করিবেন।

تیغ آهن دلاں زنگ زده

کند وبے اعتبا ر می بینم

মরিচা ধরা অন্তরের তরবারী নিস্তেজ ও নিষ্ক্রীয় দেখিতেছি।

گرگ با میش شیر با آهو

درچرا گاه قرار می بینم

নেকড়ে ও ভেড়া, বাঘ ও হরিণকে একই ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে দেখিতেছি।

ترك عیارست می نگرم

خصم او در خما ر می بینم

তুর্কীদিগকে চালাক ও তাহাদের শত্রুদিগকে নেশায় মগ্ন দেখিতেছি।

نعمت الله نشسته برکنجے

از همه بر کنار می بینم

নে'য়মতুল্লাহ এক কোণে বসিয়া এসব গোপন ঘটনা অন্তর্চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতেছে।

॥ খতম শোধ ॥